I R.N N0. 2532/57 I Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই আশ্বিন ১৪২১
২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

কয়েকজন শিক্ষকের ষড়যন্ত্রে বন্ধ হয়ে গেল প্রাতঃ বিভাগ--অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া গোপালনগরের শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে ৫/৬ জন শিক্ষকের ষড়যন্ত্র বা অসহযোগিতায় বন্ধ হয়ে গেল সেখানকার প্রাতঃ বিভাগ। ছাত্র সংখ্যার চাপে ঐ বিভাগে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রায় ১১০০ ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠন চলত। অনুসন্ধানে জানা যায়, ৩৯০০ শোর উপর ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ পরিবেশে পাঠ দানের উদ্দেশ্যেই গত ফেব্রুয়ারী '১৪ থেকে সেখানে প্রাতঃ বিভাগ চালু হয়। এই স্কুলে বর্তমানে ৬১ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এদের মধ্যে ৭ জন প্যারাটিচার। প্রাতঃ বিভাগ চালুর শুরু থেকেই জনা ৫/৬ শিক্ষক এর বিরোধিতা শুরু করেন। অভিভাবকদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেন--৪০ মিনিটের পরিবর্তে ৩৫ মিনিট ক্লাস চালু রাখার কথা। কিন্তু এতে অভিভাবকদের মধ্যে কোন

(শেষ পাতায়)

একজন শিক্ষক দিয়ে ৫টি ক্লাস চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার ১৮ নং ছোটকালিয়া নিম্ন বুনিয়াদী প্রাঃ স্কুল দীর্ঘ ন' মাস ধরে চলছে একজন শিক্ষক দিয়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা একমাত্র শিক্ষক অমিতাভ সিংহ জানান--'আমরা দু'জন স্কুলটি চালাচ্ছিলাম। অন্য চাকরী পেয়ে আমার সহকর্মী ন'মাস হলো স্কুল ছেড়েছেন। তাঁর পরিবর্তে কোন শিক্ষক এখনও পাইনি। রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শককে বার বার লিখিতভাবে জানানো সত্ত্বেও

(শেষ পাতায়)

দুই পাচারকারীসহ ১৫০০ বোতল ফেনসিডিল আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় ভাগীরথী ব্রীজের মুখ ট্রেকার, অটো, রিক্সাভ্যানে জ্যাম করে দেয় পুলিশ ১৫ সেপ্টেম্বর। রাত তখন প্রায় ১০-৩০। দ্রুত গতিতে একটা মহেন্দ্রা স্করপিও এসে এই অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. আগে থেকে খবর' পেয়ে উমরপুরে পুলিশ নিয়ে ওত পাতেন। মিঞাপুর ওভার ব্রীজ চালু হয়ে যাওয়ায় গাড়ীটিকে বাধা দিতে পুলিশ ব্যর্থ হয়। শেষে আই.সির নির্দেশে ভাগীরথী ব্রীজের মুখ জ্যাম করে দেয়া হয়। ১৫০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয়। গাড়ী থেকে পুলিশ দু'জনকে বার

(শেষ পাতায়)

আবার যাবতজীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা থানার সাহানগর গ্রামের পশুপতি সাহা তাঁর স্ত্রী অনিমাকে বঁটি দিয়ে গুরুতর আহত করেন। রক্তাক্ত অনিমাকে বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করলে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পাঁচদিন কষ্ট পেয়ে অনিমা মারা যান। গ্রামের লোক পশুপতিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনাটি ঘটে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩। দীর্ঘ এক বছর হাজতবাসের পর গত ১৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুরের এ্যাডিঃ সেসন জজ ফাষ্ট ট্রাক

(শেষ পাতায়)

জাল নোট কারবারীর ১০ বছর কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদের খুরশীদ আলম ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার জাল নোট সমেত ফরাক্কা রেল ষ্টেশন সংলগ্ন হনুমান মন্দির চত্বর থেকে ধরা পড়ে। নিউ দিল্লীর ন্যাশনাল ইনভেসটিকেশন এজেন্সীর ইন্সপেক্টর বিনোদ কুমার ফরাক্কা পুলিশের সহায়তায় খুরশীদকে গ্রেপ্তার করেন ১৬ অক্টোবর ২০১৩। তখন থেকেই খুরশীদ হাজতবন্দী। বিচারে জঙ্গিপুরের এ্যাডিঃ সেসন জজ ফাষ্ট ট্রাক সেকেণ্ড কোর্ট এস.পি সিনহা অপরাধীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাস অতিরিক্ত হাজতবাসের আদেশ দেন ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪। সরকারী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন বামনদাস ব্যানার্জী।

আশিস রায় প্রণীত
জরুরের রামায়ণ
মূল্য ১০০ টাকা
[বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ "জরুর বামকালী কমিটি-র" তহবিলে জমা হবে]
প্রাপ্তিস্থান ঃ 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা কার্যালয়

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ক্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪২১

সেই ট্রাডিসন

লোক বিশ্বাস এবং ধর্ম বিশ্বাসের মেলবন্ধনে বাঁধা মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব। সাধারণ্যে ইহার নাম ব্যারা বলিয়া কথিত হইলেও লোকমুখে ইহার পরিচিতি বেরা। নিখিলনাথ রায় এই উৎসবকে বলিয়াছেন মুর্শিদাবাদের ইহা একটি প্রধান পর্ব। বেরা হইল আলোকোৎসব। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে ইহার অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে নাকি ইহার প্রবর্ত্তনা। ইহার প্রবর্ত্তনা লইয়া নানা মত। কেহ কেহ মতপোষণ করেন--সিরাজউদৌল্লা এই উৎসব চালু করেন। প্রচলিত ইতিহাস বলে----মুর্শিদকুলী খাঁ। আবার কাহারও মতে হুমায়ুন খাঁ। সে যাহাই হউক। বিতর্কে কাজ নাই।

এই উৎসবের পিছনে আছে লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাস। বলা যাইতে পারে চিরাচরিত লোক বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ধর্মমত নির্বিশেষে চলিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মতে 'খাজা খেজেরের স্মরণোদ্দেশ্যে এই পর্বের অনুষ্ঠান'। তিনি লিখিয়াছেন--খেজোরের উৎসবোলক্ষে ভাগীরথীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ভইসাইবার রীতি--এইরূপ আলোকযান ভাসাইয়া দেয়। ... এক সময় ছিল যখন এই উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। কলার 'ম্যার' দিয়া বানানো হয় বিশাল ভেলা। আগে তাহার আয়তন ছিল অনেক বড়। বাঁশ বাখারি এবং রঙিন কাগজ দিয়া তৈরি করা হয় তাজিয়া। খেজোরের উদ্দেশ্যে রুটি ক্ষীর পান সেই ভেলার উপর দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে থাকিত সোনার প্রদীপ। ইহাকে অনুসরণ করিত অজস্র ছোট ছোট আলোকপর্ণ যান। সেইসব যানে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় কর্পূরপূর্ণ মাটির প্রদীপ। আলোকমালার অনুষঙ্গে থাকে আতশবাজি। আজ আর ততটা সমারোহ না থাকিলেও তাহার ঐতিহ্য রহিয়াছে সমানভাবে। এই উৎসবের মত উৎসব 'বাঙ্গালায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না' বলিয়া ঐতিহাসিকের মন্তব্য।

এই উৎসবের পিছনে একটা লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায়। খাজা খেজের নাকি জলদেবতা। জলের নীচে তাহার অধিষ্ঠান। নবাবী আমলে ভাগীরথী জলপথে চলাচল করিত জলযান। নবাব বাদশা হইতে বণিকেরাও জলপথ ব্যবহার করিতেন। বিপদ এড়াইবার জন্য নাকি এই জলদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ভেলার উপর নিবেদিত হইত দেবতার সিন্নি। প্রচলিত লোক বিশ্বাস--এই দেবতা অপ্রসন্ন হইলে নানাবিধ বিড়ম্বনা জনজীবনে ঘটিতে পারে এই রকম একটা লৌকিক ধারণা। বেরা উৎস 'জ্ঞানী খেজেরের উদ্দেশ্যেই' নিবেদিত অনুষ্ঠান। সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আলোকময় এই অনুষ্ঠান আনন্দের। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বেরা উৎসব হইয়া উঠে আনন্দোজ্জ্বল।

আজিও সমান উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়া পালিত হইয়া আসিতেছে এই আলোর উৎসব। আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় নদীবক্ষ হইয়া উঠিবে ঝলমলে, নদীগর্ভ হইয়া উঠিবে 'একটি উজ্জ্বল আলোক গৃহ।' বছর বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এই উৎসব। মনে পরিতেছে ওয়াজেদ আলির সেই প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ; (বেরার) 'সেই ট্রাডিসন আজিও সমান ভাবে চলিয়াছে।'

শরতের স্মৃতি

সাধন দাস

একেকদিন হেমন্তের লাজুক বিকেলে, যখন গাছগাছালির মাথায় ঝিলমিলিয়ে ওঠে হলুদ রোদ আর প্রসারিত ঘন নীল আকাশকে যখন শব্দহীন ধ্যানগম্ভীর মনে হয়, তখন অনেকদূরে ফেলে-আসা দিনগুলো হঠাৎ হঠাৎ যেন কথা বলে ওঠে। হেমন্ত ঋতুর একটা অদ্ভুত মায়াবী আকর্ষণ আছে, যার টানে ধূসর স্মৃতিরাও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

বাঙালি মনে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে রাখে শরতের স্মৃতি। কেন না, এই ঋতুতেই বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপূজা। শেষ বরষার ধারা ঢেলে, বাদলধারা সারা করে যখন ঘন মেদুর শ্রাবণ বিদায় নিত, তখন রোদের রঙে কেমন যেন খুশি-খুশি ভাব জাগত। ঘরে ঘরে ভাদোই ধান উঠতো, বড় বড় খড়ের পালা দেওয়া হত বাইরের উঠোনে, পাড়াপড়শীকে পেট পুড়ে মাছ ভাত পায়েস মিষ্টি খাওয়ানো হত, রাত্রে 'কাহানি' শোনার আসর বসত আর নতুন ধানের গন্ধে বাড়িঘর ম ম করে উঠত। ভাদোই ধানের আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে চাপাটি বানিয়ে নদীতে বা পুকুরে মায়েরা করত চাপড়াষষ্ঠী। দেখতে দেখতে বিশ্বকর্মা পার হয়ে যেত আর শিশির সিক্ত ঘাসে ঘাসে ঝড়ে পড়া শিউলিফুল দেখলেই মনে হত আকাশ বাতাস জুড়ে কে যেন ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে বেজে উঠত ঢ্যামকুড়াকুড় বাদ্যি।

মহালয়ার আগের দিন নতুন ব্যাটারী কিনে এনে রেডিওতে ভরা হত। রাত্রিবেলায় ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোর ৪টেয় উঠতাম আর সবার আগে 'ফুল সাউণ্ড' দিয়ে রেডিও চালিয়ে দিতাম। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উদাত্ত কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' আর 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' শুনতে শুনতে মনে হত--অন্ধকারের মায়াজাল ছিন্ন করে নতুন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আকাশ বাতাস জুড়ে যেন শরৎলক্ষ্মীর আগমন বার্তা সূচিত হয়ে গেল। এখন হাজারগণ্ডা টিভি চ্যানেলের শব্দ তাণ্ডবে হারিয়ে গেছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ। মহালয়ার আজ আর কোনো আলাদা আইডেনটিটি নেই।

তারপর ঘরবাড়ি ঝাড়াধোয়ার কাজ, শেলফ-আলমারির জামাকাপড় বইপত্র নামিয়ে এনে ভাদ্রের রোদে মেলে দেওয়া আর সীমিত সাধ্যের মধ্যে পুজোর বাজার। এখনকার মতো

(পরের পাতায়)

'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

পুকুরে শাপলা ফুলের মেলা। দীঘির কালো জলে ছড়াছড়ি যত রাজ্যের পদ্মের। পদ্মপাতায় শিশিরের ছোপ। সাদা কাশফুল। মাঠে সবুজের সমারোহ। বাতাসে শিউলীর সুবাস। শারদরাতের বুকে শিউলি ফুলের মালা। শিশির ভেজা ঘাসে শারদ লক্ষ্মীর আবির্ভাব অরুণরাঙা চরণ ফেলে। তাঁর অমলধবল রূপ। পূজামণ্ডপে মৃন্ময়ী মায়ের চক্ষু চিত্রায়নে নিমগ্ন কোন গ্রামীণ শিল্পী। অদূরে রাঙতায় সাজ। তার গায়ে যেন বিবর্ণ সোনালী ঘাসের গন্ধ। মহিলাদের হাতে রঙ-তুলি। তাঁদের হাতে আঁকা পদ্ম শোভা পাচ্ছে ঘরের বারান্দার মাটির দেয়ালে। অথবা ধানের গোলার গায়ে। বাড়ি ঘর পরিষ্কার, দরজা-জানালা আলকাতরায় চিত্রিত। বাড়ির চারপাশের আগাছা ফেলা হয়েছে কেটে। চারিদিকের শ্রী ঠিক মানুষের ঘর বাড়ি'র মত।

গ্রামের অস্থায়ী দর্জিরা রাত জেগে তৈরী করছে পূজার জামা। পূজার মৌ মৌ গন্ধ সর্বত্র। বেজে ওঠে প্রতিপদের ঢাক। এভাবেই গ্রাম-বাংলায় পূজা আসে। ছেলে-মেয়েদের ঘুম ভাঙে সপ্তমীর কাকভোরে। তখন ছিলনা দূরদর্শন অথবা আধুনিক ইলেকট্রনিক বিনোদন যন্ত্র। মহাষষ্ঠীর ঢাকের বাজনা জানিয়ে দিত পূজা এসেছে। কোন স্বচ্ছল গৃহবাড়ি থেকে ভেসে আসত বেতার মাধ্যমে আগমনীর গান।

'যাও যাও গিরি আনিতে উমায়
উমা আমার বড় কেঁদেছে।'

শারদীয়ার আগমনে নিজের কৈশোর যেন কখন নিঃশব্দে চলে আসে। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলের মুখেই হাসি ফোটাতে হবে। তাই সকলেরই এক সস্তা ছিটের ঢলঢলে সুতীর পোষাক। কাটছাঁটে ছিলনা কোন আধুনিকতা। তবুও নতুন জামার গন্ধ মনকে করে তুলত বিভোর। কি এক তৃপ্তি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় আমার স্বর্গতঃ পিতৃদেবকে। প্রতিপদ থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত কি নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রামের এক প্রাচীন কৌলুকী দুর্গার পূজার্চনার দায়িত্ব আমৃত্যু পালন করে গেছেন। বাড়িতে চারদিন সাধ্যমত রান্নার পদ পরিবর্তন। ছাত্র-জীবনের অধ্যয়নে জগৎ থেকে কিছু দিনের জন্য মুক্তির স্বাদ। নাই কোন শাসনের বেড়াজাল। সামান্য আয়োজন হয়ে উঠে অসামান্য।

সেই সব দিন তো আর ফিরে আসেনা। এখন সব কিছুই বিবর্তনের স্রোতে ভাসমান। পূজার আঙ্গিকের ঘটেছে পরিবর্তন। পূজার সাজের হয়েছে রূপবদল। প্রতিমার মধ্যে এসেছে আধুনিকতা। মা এখন শুধু মৃন্ময়ী নন; তিনি যে কোন উপাদানেই তাঁর রূপ পেতে পারেন।

বর্তমানে শারদীয়া উৎসব মানেই বিজ্ঞাপন। শারদীয়া উৎসব মানেই মানুষের ঢল। পূজা মণ্ডপের অভিনবত্ব। আলোর রোশনাই। শক্তিশালী আতসবাজির কর্ণবিদারী শব্দ। বিভিন্ন যানবাহনের সম্মেলক এক বিচিত্র আওয়াজ। আধুনিক খাদ্যের রকমারী ষ্টল। সেখান থেকে ক্রমশঃ নির্বাসিত হতে চলেছে অন্তঃ পুরবাসিনীদের হস্ত নির্মিত বিভিন্ন ধরনের আনন্দনাড়ু। এখন মানুষ

(পরের পাতায়)

আলু-চন্দ্রিকা

শীলভদ্র সান্যাল

রাখো দেখি পাকামি
আলু নিয়ে জ্যাঠামি।
কথা শুনে হেসোনা
তার চেয়ে এসোনা-
তুমি আর বাবলি
খাও আলু কাবলি .
হাতটা পাকাও তো
আলু-ভাতে খাও তো
নুন দাও থোরাটি
খাও আলু-পোড়াটি
টাটকা ও তাজাগো
খাও আলু ভাজাগো
মাংস ও কোর্মা
পাতে আরও চাই তো
নিমেষেই নাই তো
সফ্ সফ্ রসনা
আরে ভাই বসনা

ভেবে দেখ্ ভাগেনা
কিসে আলু লাগেনা !
পাকশালে রাঁধুনি
মশলার বাঁধুনি
দিয়ে আলু লাগাবে
কোপ্তা ও কাবাবে
তেলে-ভাজা সপ্-এতে
আলু মাখে চপেতে
চাটে আর ফুচ্কায়
খেতে মন মুচরায়
এত গুণ, সীমা নাই
এমন কি সিঙারায়
আলু চাই ভাইরে
সেই আলু নাইরে !
যা আছে-বিকোচ্ছে
কে কেয়ার করছে
মেজাজটার সব বিষ
কিলো হাঁকে চব্বিশ।।

পুরাতনী

বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা

রিগত ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণের জন্য একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল মহাশয় সভাপতি আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হরিলাল সাহা, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, মৌলবী আজিজল হক প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় প্রায় একঘণ্টা কাল বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়-সম্পৃক্ত ঘটনাবলি বিবৃত করিয়া বক্তৃতা দান করেন। সভায় শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীচরণ সিংহ, ডেপুটী ও মুনসেফ মহাশয়গণের অনুপস্থিতি সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চরমপন্থী রাজনৈতিক ছিলেন না, পরন্তু তিনি রাজনীতি চর্চাই করেন নাই। সুতরাং তাঁহার স্মৃতিপূজার জন্য যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহাতে উপস্থিত না হওয়ার কারণ সরকারের নজরে পড়িবার ভয় নহে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সভার দুই এক দিন পূর্ব্বে ডিভিসনাল কমিশনার বাহাদুরের আগমনে স্মৃতিসভায় অনুপস্থিত মহাত্মাগণ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকল সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হায় বিদ্যাসাগর মহাশয়! তুমি বাংলার হৃদয়ে দেবতার আসন পাইয়াছ কিন্তু জঙ্গিপুরের বিশিষ্ট ভদ্রগণ তোমার স্মৃতি সভায় অবহেলা ও অসম্মানের জিনিস মনে করেন!!

বিদ্যাসাগরের মত সর্ব্বজনমান্য মহাপুরুষের স্মৃতিসভায় উপস্থিতি কোনও নিমন্ত্রণ পত্রের অপেক্ষা রাখে না ; সামান্য বিজ্ঞাপন বা হ্যাণ্ডবিলই সভা- আহ্বান করার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি প্রত্যেকের কাছে সভায় উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষার সামান্য ভদ্রতা-টুকু রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি যাঁহাদের হয় নাই তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিবেন।

শরতের স্মৃতি

জঙ্গিপুর সংবাদ : ১৩৩২

..... ২ পাতার পর

চারটে-ছটা নয়, 'একটা' জামা হলেই মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতো। তারপর ক'দিন ধরে চলত মুড়কি, মুড়ির নাড়ু, তিলের নাড়ু, নারকেল নাড়ু, পান্তোয়া, বোঁদে বানানোর মহোৎসব। মহালয়ার পরেই বাড়িতে ঢুকে যেত শারদীয়া বেতার জগৎ, শারদীয়া সন্দেশ, শুকতারা আর রেকর্ড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত পুজোর গানের বই 'শারদ অর্ঘ্য'। এই বইটির জন্য সারা বছরের প্রতীক্ষা। আরতি, ইলা, প্রতিমা, নির্মলা, বনশ্রী, মান্না, মানবেন্দ্র, শ্যামল, হেমন্ত, লতা, আশা প্রমুখ শিল্পীদের গাওয়া পুজোর গান শোনার জন্য হেমন্তের রোদে ছাদের উপর মাদুর পেতে বসে অনুরোধের আসর শোনার নেশা এখনও নস্টালজিক করে তোলে। ৪৫ আর.পি.এম. রেকর্ডের দু'পিঠে দুটি গান বাঙালির স্বপ্নের সওয়ারি হয়ে শরতের আকাশ বাতাস থেকে পূজাপ্যাণ্ডেল মুখরিত করে তুলতো। এখন 'বাঙালির গান' ব'লে নিজস্ব কোনো গান নেই। সারা বছর ধরে গজিয়ে ওঠা সিডি ডিভিডির

(শেষ পাতায়)

কাল প্রভাব

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

যে অনাবিল আনন্দ নির্ঝর ধারায় একদিন এই বঙ্গভূমি সর্বদায় হাস্য প্রমোদিনী হইয়া রহিত, আজ সেই সংসার সংগ্রাম পরিশ্রান্ত পরিশুষ্ক বঙ্গদেশে সুনির্মল সুর তরঙ্গিনীর প্রবাহবৎ সে পবিত্র আনন্দপ্রবাহ কোথায় লুকায় রে! আজ যে দিকে দেখি, সেই দিকেই যেন বিশুষ্ক জীবন বিলুপ্ত উৎসাহ বিশীর্ণ মানব-কঙ্কাল রাশির অস্থিময় মুখে নিয়তই আর্তনাদের অস্ফুট বিকাশ। দিবানিশি কেবলই অন্নচিন্তা--আর নিরন্তর কেবলই অর্থ সংগ্রহের অনন্ত আকুলতা। কাজেই এহেন আনন্দ পরিশূন্য আর্তধ্বনি-সমাকুল বিক্ষীণ বঙ্গের আধুনিক শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং যাত্রা প্রভৃতিও যেন অবসাদবিজড়িত এবং প্রাণশক্তি বিসর্জিত হইয়া উঠিতেছে! এখনও যদি কেহ কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তিমান থাকেন,--তিনি আধুনিক বাঙালীর শিল্পাদি লক্ষ্য করিলে এই মর্মান্তিক পরিবর্তন,--সে কালের সেই আনন্দ করার পরিবর্তে, কেবলই বিষাদ ও অবসাদই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আজ সাহিত্যাদির কথা ছাড়িয়া যাত্রার কথাই বলি। এককালে বঙ্গদেশে যে লোকো ধোবা, মদন মাষ্টার, গোবিন্দ অধিকারী এবং নারাণ দাস প্রভৃতির যাত্রার আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইত, আজ সেই বঙ্গে তেমন আনন্দমাখা যাত্রার আনন্দ উৎসব আর কতটা কত স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক সময় গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালায় বঙ্গের সহস্র সহস্র রসিক শ্রোতা কত আনন্দলাভই না করিতেন। "ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার-ফুলে নাই বাহার"--মালিনী মাসীর সেই রসভরা,--প্রাণভরা--আনন্দ গানে বঙ্গে কি রস-তরঙ্গই না প্রবাহিত হইত ? বিদ্যাসুন্দরের প্রায় প্রত্যেক গানেই বাহিরে এক রস আবার ভিতরে আর এক রস! বিদ্যসুন্দরের পালাও--শক্তিসেবক পরম ভক্তের নিকট পরাশরের ভক্তবৎসলতার পরিচায়ক মাত্র। আবার পদ্ম-পুরাণের ক্রিয়াযোগসারের পঞ্চম অধ্যায় যাঁহারা মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিয়াছেন,--তাঁহারা বুঝিবেন,--বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান,--এই গ্রন্থে বর্ণিত মাধব-সুলোচনার উপখ্যানেরই সারাংশ বলা যাইতে পারিবে। এমন কি,--বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসি ও এই উপখ্যানে গন্ধিনী মালিনী নামে বর্ণিত হইয়াছে। মাধব আবার পরম হরিভক্ত। সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের পালা প্রকারান্তরে হরিভক্তি-প্রসবণও বলা যাইতে পারিবে। একাধারে এমন আনন্দ তরঙ্গময় সঙ্গীতে আর এখন কয়স্থানে দেখিতে পাও ? বঙ্গের সহস্র সহস্র ব্যক্তি এখন যেমন অন্নচিন্তায় আনন্দহীন হইয়া আসিতেছে তেমনি তাহাদের ভিতর সঙ্গীতাদির উৎসাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। সেইসব পুরাতন যাত্রার সম্প্রদায়ের ভক্তি প্রবাহ পরিপূরিত সঙ্গীতাদির পরিবর্তে এক্ষণে বিস্তর পল্লীগ্রামেও হুজুগে থিয়েটারেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বড় বড় পল্লীগ্রামে আবার একাধিক থিয়েটারও আভির্ভুত হইতেছে। অবশ্য যাত্রায় ভক্তিসঙ্গীত বা ভাবুক যাত্রাকর যে এখন একেবারেই নাই তাহা বলিতেছি না,--তবে এমন সব যাত্রার সংখ্যা ক্রমেই অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। থিয়েটারী হুল্লোড়ই এখন বহু স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহাতে তেমন আনন্দ কই ? কালপ্রভাবে বঙ্গে সে আনন্দ আর প্রায় দেখিতে পাই না,--সে আনন্দের যাত্রা প্রভৃতিও বিরল হইয়া পড়িতেছে। আর কি বঙ্গে সে আনন্দ-প্রবাহ বহিবে না ? নিরানন্দ বাঙ্গালীর বিশুষ্ক বদনমণ্ডল কি আবার আনন্দরস হইয়া উঠিবে না ?

[প্রকাশ কাল ঃ ১৩৩৬]

মাগো চিন্ময়ী রূপ

..... ২ পাতার পর

ভীষণ ব্যস্ত। তাই বিজয়ার মিলনের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়ে চলে আসে সুদৃশ্য মোড়কে। আগমনী বিজয়া গানের স্থান দখল করেছে অন্য সঙ্গীত। তবুও শারদীয়া উৎসবের দিনগুলিতে এক অদ্ভূত নষ্টালজিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফিরে আসে সেই সব চেনা পুরাতন গন্ধ। ফিরে আসে কাশফুল, সিক্ত শিউলী। পূজামণ্ডপের ঢাকের বাজনা। উলুধ্বনি। শঙ্খধ্বনি। সন্ধিপূজা। বলিদানের বাজনা। তাই পুরাতনকে ফিরে না পেলেও উৎসবের এই দিনগুলি আমাদের কাছে মধুময়। অভাব -ব্যর্থতা-হতাশা সব কিছুকে যেন ভুলিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষ একাত্ম হয়ে ওঠে। এটাই মানুষের ধর্ম। কারণ 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী--কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ। সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।'

শিক্ষকের ষড়যন্ত্রে বন্ধ ..... (১মপাতার পর)

প্রতিক্রিয়া না আসায় ঐ দুষ্টুচক্র পরিকল্পনা মাফিক ১৫ সেপ্টেম্বর স্কুল চলাকালীন নিজেদের মধ্যে হাতাহাতির নাটক করে স্কুলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। ছাত্রছাত্রীরা অবাক চোখে ওদের অসভ্যতা দেখে। মিডিয়াকেও খবর দেয় এই দুষ্টুচক্র। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক বাদে বেশীরভাগ শিক্ষক (এদের মধ্যে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা কয়েকজন) দায়িত্ববোধে নিয়মিত অবহেলা প্রকাশ করেন নগ্নভাবে। অভিযোগ, ঘন্টা পড়ার ১৫/২০ মিনিট পর তারা ক্লাসে যান। প্রধান শিক্ষককে টিচার্স রুমে গিয়ে দেখতে হয় কোন্ শিক্ষক কখন ক্লাসে যাচ্ছেন। এই ধরনের বেয়ারাপনা স্কুলে চলছেই। কোন শিক্ষক না এলে তাঁর ক্লাস অন্য কেউ নিতে অস্বীকার করেন। ছাত্রদের প্রতি দরদ বলতে কিছু নেই এদের মধ্যে। সব থেকে অবাক হবার কথা--বেশীরভাগ শিক্ষক পরীক্ষার খাতা বাড়ী না নিয়ে গিয়ে টিচার্স রুমে গল্প গুজবের মাঝে খাতা দেখার দায়িত্ব কোন রকমে শেষ করেন। প্রাইভেট না পড়লে প্রাক্টিক্যালে নম্বর কম দেওয়ার ভয়ও দেখান এরাই। এই ধরনের নীতিহীন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না ? স্কুল পরিচালন কমিটি সিপিএমের দখলে। রাজনৈতিক পালাবদলে তারা কি নিজেদের দুর্বল ভাবছেন ? এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক উৎপল মণ্ডল জানান, 'ঘটনার দিন প্রাতঃ বিভাগ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। হঠাৎ একজন প্যারাটিচার সকালে ক্লাস চালু রাখার পক্ষে কথা বললে অন্য এক শিক্ষক এর বিরোধিতা করেন। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা হাতাহাতিতে চলে আসে। কাকতালীয়ভাবে ঐ সময় এ্যাটাসটেডের জন্য দুই সাংবাদিক স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। উৎপল জানান, প্রাতঃ বিভাগ চালুর ব্যাপারে পর্ষদ থেকে ডি.আইকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল। নতুন সেকশন চালুর জন্য ডি.আই এর কোন অনুমোদন লাগে না। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনই যথেষ্ট। যা আমার নেওয়া আছে। আর সকালের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছুটির পর মিড-ডে-মিল খেয়ে বাড়ি যায়। কোন দিনই বঞ্চিত হয়নি।'

দুই পাচারকারী ..... (১ম পাতার পর)

করতে গিয়ে বাধা পায়। একজন পাচারকারীর মাথা ফেটে যায়। এদের বাড়ী মালদার কালিয়াচকে। নাম ইব্রাহিম ও একরাফুল। লালগোলা বর্ডার দিয়ে এই নেশার সামগ্রী বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলে জানা যায়।

আবার যাবতজীবন ..... (১ম পাতার পর)

সেকেণ্ড কোর্ট সোমেশ প্রসাদ সিনহা আসামীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ছ'মাস হাজত বাসের নির্দেশ দেন। এই কোর্সে সরকারী পক্ষের উকিল ছিলেন বামনদাস ব্যানার্জী।

শরতের স্মৃতি ..... (৩ পাতার পর)

'উন্মাদ কোলাহলে' পুজামণ্ডপে কান রাখা দায়। গ্রামে হত একটাই পুজো। নদীর ধারে নীল আকাশের নীচে সেই একমাত্র পুজোকে ঘিরে গোটা গ্রামের মানুষের সে কি উন্মাদনা।

দুর্গামণ্ডপের সামনেই থাকত নাটমঞ্চ, সেখানে গ্রামের ছেলেমেয়েরা দু'মাস আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে নাটক অভিনয় করত। ঢাকের বাদ্যি, ধূপের ধোঁয়া, শিউলির গন্ধ, কাশের দোলা, শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না, আর হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়ায় উৎসব-মরশুম পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো।

এখন দিনকাল কেমন বদলে গেছে। রাজনীতির রঙে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে গ্রামের সম্মিলিত উৎসাহ। গ্রামের প্রবাসীরা ঘরের টানে পুজোর সময় আর কেউ গ্রামে ফেরে না। ঘরে ঘরে নাড়ু-ঝুড়ি বানানোর হিড়িক নেই। উঠে গেছে রাত জেগে নাটকের মহড়া। পুজোর গানের স্বর্ণযুগও আর নেই। এখন শরৎ এলে স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠি। দূর অতীতের অন্ধকার থেকে হেমন্তের পাখিরা অবিরাম ডানা ঝাপটায় আর হাতছানি দিয়ে ডাকে।

একজন শিক্ষক ..... (১ম পাতার পর)

কোন গা করেননি। বরং জানান--'আমিও তো একজন ব্যক্তি, সার্কেলের এতগুলো স্কুলের দায়িত্ব পালন করছি। শিক্ষকের অভাব, যেভাবে পারেন দায়িত্ব পালন করুন।' এদিকে ছোট ওয়ানে-৯, ওয়ানে ২৩, টু-এ ১৫, থ্রি-তে ৩৩ এবং ফোর-এ ২৩, মোট ১০৩ জন ছাত্রছাত্রীকে সামলাতে হচ্ছে প্রতি দিন। এর সঙ্গে মিডডে মিলও চলছে পুরো দমে।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

মহাপূজা, ঈদ ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-,৫১/-,৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০%-১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই - অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষ।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- লকার পাওয়া যাচ্ছে।
- ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর
ফোন নং ২৬৬৫৬০

শত্রুঘ্ন সরকার
সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

বাদলাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।